গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

সাধারণ আদেশ

আদেশ নং-০৩/জারাবো/২০০২/শুল্ক

১৪/১০/১৪০৮ বাং
তারিখ ঃ ----------
২৭/০১/২০০২ ইং

বিষয়ঃ **শ্রেণীবিন্যাস বা অন্যবিধ শুল্কায়ন সমস্যায় ত্বড়িৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বার্থে ভড়ৎসধঃ আকারে প্রস্তাব প্রেরণ প্রসঙ্গে।**

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, পণ্যের মূল্য, শ্রেণীবিন্যাস ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে দিক নির্দেশনা চেয়ে বিভিন্ন কাস্টম হাউস/কমিশনারেট জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে পত্র প্রেরণ করে থাকে। কাস্টম হাউস/কমিশনারেট হতে যেভাবে বোর্ডে পত্র প্রেরণ করা হয় তা অনেক সময়েই তথ্যবহুল থাকে না। এ জাতীয় পত্র প্রেরণ পদ্ধতিতে যথেষ্ট পরিমাণে Improve করার সুযোগ রয়েছে। একটি Standard Format এ এধরনের পত্র প্রেরণ করা হলে বোর্ডের পক্ষে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহন করা সম্ভব হবে।

০২। এখন থেকে পণ্যের শ্রেণীবিন্যাস বিষয়ে কোন অস্পষ্টতা সৃষ্টি হলে বা অন্যবিধ শুল্কায়ন সমস্যা দেখা দিলে যদি সংশ্লিষ্ট কাস্টম হাউস/কমিশনারেটের পক্ষে সম্ভাব্য স্বল্প সময়ের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহন সম্ভব না হয়, তবে কালক্ষেপন না করে বিষয়টি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত/দিক নির্দেশনা চেয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে পত্র লিখতে হবে। বোর্ডে প্রেরীতব্য পত্রটি অবশ্যই তথ্যবহুল এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে।

০৩। বোর্ডে এ ধরনের দিক নির্দেশনামূলক পত্র প্রেরণের ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে নিম্নরূপ ফরম্যাট অনুসরনের জন্য সকল কাস্টম হাউস/কমিশনারেটকে নির্দেশ প্রদান করা যাচ্ছে ঃ

(ক) **সমস্যার সম্পূর্ণ বিবরণ ঃ** পত্রের প্রথমেই পুরো সমস্যাটি বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করতে হবে, এক্ষেত্রে সমস্যার ধরণ, প্রকৃতি এবং প্রেক্ষাপট বর্ণনা করতে হবে।

(খ) **আবেদনকারী/আমদানীকারকের প্রস্তাব ঃ** সমস্যাটি সম্পর্কে আমদানীকারক (পণ্য সংক্রান্ত হলে) অথবা আবেদনকারী (রিফান্ড, নিলাম বা অন্যবিধ সমস্যা সংক্রান্ত হলে) এর প্রস্তাব/মতামত/আবেদন বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করতে হবে।

(গ) **কাস্টম হাউস/কমিশনারেটের মতামত ঃ** অতঃপর সমস্যাটি সম্পর্কে এবং আবেদনকারী/ আমদানীকারকের শুল্ক ভবন/কমিশনারেটের মতামত প্রদান করতে হবে। আবেদনকারীর বক্তব্য কেন গ্রহনযোগ্য নয়, একই ধরণের সমস্যার ক্ষেত্রে ইতোপূর্বে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল কিনা ইত্যাদি বিবৃত হতে হবে।

(ঘ) **কাস্টম হাউসের প্রস্তাব ঃ** সমস্যাটির সমাধানের লক্ষ্যে কি কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে, সে বিষয়ে শুল্ক ভবন/কমিশনারেট প্রস্তাব রাখবেন। প্রস্তাব সংখ্যা একাধিক হলে তা ঝবৎরধষষু উল্লেখ করতে হবে।

(ঙ) **কাস্টম হাউস/কমিশনারেট কর্তৃক প্রস্তাবিত শর্তাবলী ঃ** শুল্ক ভবন/কমিশনারেটের প্রস্তাবগুলো যদি শর্তযুক্ত হয়, তবে উক্ত শর্তাবলী সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। এধরণের শর্ত আরোপের কারণ বা উপযোগিতা বিষয়েও আলোকপাত করতে হবে।

০৪। পুনরায় শ্রেণী বিন্যাস সংক্রান্ত বিষয়ে দিক নির্দেশনামূলক পত্র প্রেরণের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ ফরম্যাট অনুসরণ করতে হবে ঃ

(ক) **পণ্যটির সম্পূর্ণ বিবরণ ঃ** পত্রের প্রথমেই পণ্যের সুনির্দিষ্ট বর্ণনা, গুনাগুন (Quality), ভৌত উপাদান (Physical Property), ইউনিট অব মেজারমেন্ট ইত্যাদি উদ্ধৃত করতে হবে। অর্থাৎ পণ্যের শ্রেণীবিন্যাস নির্ধারণের ক্ষেত্রে যে সকল বিষয় বা তথ্য পর্যালোচনার প্রয়োজন হয় বা হতে পারে সেগুলো অবশ্যই বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করতে হবে। (প্রয়োজনে পণ্যের ক্যাটালগ, টেকনিক্যাল লিটারেচার, ব্রোশার ইত্যাদি প্রেরণ করতে হবে।

(খ) **আমদানীকারকের প্রস্তাব ঃ** শ্রেণীবিন্যাস সংক্রান্ত বিষয়ে আমদানীকারকের প্রস্তাব, প্রস্তাবের স্বপক্ষে তার প্রদত্ত ব্যাখ্যা ইত্যাদি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করতে হবে। আমদানীকারক কর্তৃক ঘোষিত শুল্ক-হার, ঘোষিত এইচ.এস.কোড, ঘোষণার পক্ষে প্রদত্ত হারমোনাইজড সিসটেম রেফারেন্স ও অন্যান্য ব্যাখ্যা উল্লেখ করতে হবে।

(গ) **নমুনা পরীক্ষা বা বিশেষজ্ঞ মতামত গ্রহণ ঃ** তর্কিত পণ্যটির নমুনা পরীক্ষা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) করা হয়েছে কিনা এবং করা হলে পরীক্ষার বিস্তারিত ফলাফল বর্ণনা করতে হবে। অন্যদিকে কোন Technical Issue এর কারণে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব না হলে সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ কারিগরী, গবেষণা বা অন্যবিধ খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠান, যেমন ইওএ, ইটউএ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, BCSIR ইত্যাদি হতে কারিগরী পরামর্শ নিয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে এবং ফলাফল বোর্ডে প্রেরীতব্য পত্রে উল্লেখ করতে হবে।

(ঘ) **কাস্টম হাউস/কমিশনারেটের ব্যাখ্যা ঃ** তর্কিত পণ্যের শ্রেণীবিন্যাস সম্পর্কে স্বীয় ব্যাখ্যা প্রদানকালে সংশ্লিষ্ট কাস্টম হাউস/কমিশনারেট বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করবে যে, (i) আমদানীকারকের ব্যাখ্যা/বক্তব্য কেন গ্রহণযোগ্য নয়, (ii) বিষয়টি সম্পর্কে শুল্ক ভবন/কমিশনারেটের মতামত কি, (iii) পূর্বে এতদ্ববিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল কিনা।

(ঙ) **কাস্টম হাউস/কমিশনারেটের চূড়ান্ত প্রস্তাব ঃ** শ্রেণীবিন্যাস সম্পর্কে কাস্টম স্টেশন/কমিশনারেটের চূড়ান্ত প্রস্তাব নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর আলোকে প্রদান করতে হবে ঃ

১. পণ্যের বিবরণ বা বর্ণনা সম্পর্কে শুল্ক ভবনের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব।
২. Harmonised System এর সুনির্দিষ্ট Section Notes এর আলোকে ব্যাখ্যা।
৩. Harmonised System এর সুনির্দিষ্ট Chapter Notes এর আলোকে ব্যাখ্যা।
৪. Harmonised System এর সুনির্দিষ্ট Heading এবং Sub-Heading Notes এবং Text এর আলোকে ব্যাখ্যা।
৫. উপরে বর্ণিত ব্যাখ্যসমূহের পক্ষে Explanatory Notes এর সুনির্দিষ্ট রেফারেন্স।
৬. General Interpretation Rules এর কোন্ Rule অনুসরণ করে উক্ত H.S.Code প্রস্তাব করা হচ্ছে তার সুস্পষ্ট উদ্ধৃতি।
৭. Bangladesh Customs Tariff এবং অন্যান্য প্রযোজ্য Guidelines অনুসরণ করা হলে তার সুস্পষ্ট উদ্ধৃতি।

০৫। উপরি বর্ণিত পদ্ধতিতে যদি পত্র প্রেরণ ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা যায়, তবে মাঠ পর্যায়ে বিষয়গুলো গভীর ও তীক্ষ্ণভাবে পর্যালোচিত হবে এবং বোর্ড হতে সিদ্ধান্ত প্রদান সহজ হবে।

০৬। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

স্বাক্ষরিত/-
(মনযুর মান্নান)
সদস্য (শুল্ক)।